তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৭৪৫

**বরেণ্য চিত্রগ্রাহক আফজাল চৌধুরীর মৃত্যুতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ১৬ ভাদ্র (৩১ আগস্ট) :

বাংলাদেশের প্রথম প্রজন্মের চলচ্চিত্রের চিত্রগ্রাহক আফজাল চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন।

মন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় মরহুম আফজাল চৌধুরীর রূহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

প্রবীণ চিত্রগ্রাহক আফজাল চৌধুরী বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর।

উল্লেখ্য, আফজাল চৌধুরীর জন্ম ১৯৩১ সালে সিরাজগঞ্জে। ছোটবেলা থেকেই তিনি ফটোগ্রাফী করতেন। চলচ্চিত্রে কাজ করার ইচ্ছে নিয়ে তিনি ১৯৫০ সালে বোম্বে যান। সেখানে বিখ্যাত চিত্রগ্রাহক ভাই জাল মিস্ত্রি ও ফলি মিস্ত্রি’র সাথে কাজ শেখেন। তিনি বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের বহু ব্যবসা সফল চলচ্চিত্রের চিত্রগ্রহণ করেছেন।

#

মোহসিন/আরমান/এনায়েত/সেলিম/২০২৩/২২৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৪৪

**বান্দরবানের লামায় বন্যার্ত মানুষের পাশে ছুটে গেলেন পার্বত্য মন্ত্রী বীর বাহাদুর**

বান্দরবান, ১৬ ভাদ্র (৩১ আগস্ট):

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহদুর উশৈসিং বলেছেন, বান্দরবানের মানুষের জন্য প্রয়োজন হলে দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করব তবুও কেউ অনাহারে থাকবে না। তিনি বলেন, আমি বীর বাহাদুর না খেয়ে থাকব কিন্তু বন্যাকবলিত এলাকা বান্দরবানের লামা ও আলীকদমের কোনো মানুষকে না খেয়ে থাকতে দিব না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, পার্বত্য অঞ্চলের কোনো মানুষের যেন অবহেলা না হয়। আমি সে লক্ষ্যেই প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মাঠে আছি। আবেগাপ্লুত কণ্ঠে জনসমাবেশে এসব কথা বললেন পার্বত্য মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং।

আজ বান্দরবান জেলার লামা উপজেলা পরিষদ চত্বরে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত দুই শতাধিক বন্যা দুর্গত মানুষের হাতে নগদ ৫ হাজার টাকা ও ১০ কেজি করে চালের প্যাকেট বিতরণকালে মন্ত্রী ‍এসব কথা বলেন।

বন্যা ও পাহাড় ধসে ক্ষতিগ্রস্থ ৩ হাজার পরিবারের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এর মধ্যে পৌরসভা এলাকার ৯টি ওয়ার্ডের ক্ষতিগ্রস্থ ২৮শ পরিবারের মাঝে ১০ কেজি করে চাল ও ২শ পরিবারকে ৫ হাজার টাকা করে প্রদান করা হয়। একইসাথে উপজেলার সাতটি ইউনিয়নে ক্ষতিগ্রস্থ ৩ হাজার ৫শ পরিবারকে দেওয়া হয় ১০ কেজি করে চাল।

দুর্যোগকবলিত মানুষের উদ্দেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পার্বত্য মন্ত্রী আরো বলেন, আওয়ামী লীগ কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের কল্যাণে রাজনীতি করে। দুর্যোগকালে আমার শরীরটা ভালো ছিল না। তবে আমার অস্থির মনটা বন্যাকবলিত কষ্টে থাকা মানুষের কাছে ছিল। তাই বন্যা পরবর্তীতে মানুষের পাঁশে ছুটে এসেছি।

লামা পৌরসভার উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত ত্রাণ সহায়তা অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বীর বাহাদুর সবাইকে ধৈর্যশীল হয়ে মহান সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করার আহ্বান জানান।

লামা পৌর মেয়র মোঃ জহিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক প্রদীপ কান্তি দাশের সঞ্চালনায় ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বান্দরবান জেলার সহকারী পুলিশ সুপার মোঃ শাহ আলম, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক লক্ষ্মীপদ দাশ, লামা উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোস্তফা জামাল এবং লামা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বাথোয়াইচিং মার্মা প্রমুখ।

#

রেজুয়ান/আরমান/এনায়েত/সেলিম/২০২৩/২২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                             নম্বর : ৭৪৩

**জনগণের ভোটেই আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায় আসবে**

 **-কৃষিমন্ত্রী**

ভোলা, ১৬ ভাদ্র (৩১ আগস্ট) :

জনগণের ভোটেই আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায় আসবে বলে মন্তব্য করেছেন কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ কোনদিন ষড়যন্ত্র করে চোরাগলি পথে ক্ষমতায় আসেনি। সবসময়ই জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় এসেছে। আগামীতেও জনগণের ভোটে ক্ষমতায় আসবে। আর জনগণ যদি ভোট না দেয়, স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে চলে যাব। ২০০১ সালের নির্বাচনের পরেও আওয়ামী লীগ ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছিল। আওয়ামী লীগ কখনো ক্ষমতা ছাড়তে ভয় পায় না।

আজ ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলায় নতুন হর্টিকালচার ও টিস্যু কালচার সেন্টারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

৮৫ কোটি ৮৪ লাখ টাকা ব্যয়ে চরফ্যাশনে স্থাপিত হর্টিকালচার ও টিস্যু কালচার সেন্টার বরিশালের কৃষিতে বিপ্লব নিয়ে আসবে বলে জানান কৃষিমন্ত্রী। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার কৃষির উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। তার অন্যতম উদাহরণ হলো এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে হর্টিকালচার ও টিস্যু কালচার সেন্টার স্থাপন। তিনি বলেন, অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে বর্তমান সরকারের আমলে খাদ্যের কোন সংকট নেই। ভবিষ্যতেও দেশে খাদ্য সংকটের কোন সম্ভাবনা নেই।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় সংসদ সদস্য আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক তাজুল ইসলাম পাটোয়ারী, বরিশাল অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক শওকত ওসমান, কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মনসুর আলম খান, বছরব্যাপী ফল উৎপাদন প্রকল্পের পরিচালক মেহেদি মাসুদ, জেলা প্রশাসক আরিফুজ্জামান, পুলিশ সুপার মো. মাহিদুজ্জামান, চরফ্যাশন উপজেলা চেয়ারম্যান জয়নাল আবেদিন আখন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

#

কামরুল/আরমান/এনায়েত/শামীম/২০২৩/১৯৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৪২

**মেধাসম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থা যত শক্তিশালী হবে বৈদেশিক বিনিয়োগ তত বাড়বে**

 **--- শিল্পমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ ভাদ্র (৩১ আগস্ট):

 শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন, ২০২২ বাংলাদেশ শিল্প-নকশা আইন, ২০২৩ প্রনয়ণ করা হয়েছে এবং ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯ সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে ইলিশ, জামদানি, রংপুরের শতরঞ্জজিসহ ১৭টি পণ্যকে ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে, যা বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতি লাভবান হতে পারে। বাংলাদেশে মেধাসম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থা যত শক্তিশালী হবে, এদেশে বৈদশিক বিনিয়োগ তত বাড়বে।

 শিল্পমন্ত্রী বলেন, নতুন উদ্ভাবন ও সৃষ্টিশীলতার প্রকাশই মেধাসম্পদ আর এই উদ্ভাবন ও সৃষ্টিশীলতাকে উৎসাহিত করার সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। জাতি হিসেবে আমরা যত বেশি জ্ঞানভিত্তিক উদ্ভাবন ও সৃষ্টিশীলতাকে কাজে লাগাবো তত বেশি সমৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হতে পারবো। একবিংশ শতাব্দীতে এসে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এখন আমরা উন্নয়নশীল দেশের অন্তর্ভুক্ত হয়েছি, এই উন্নয়নশীলতা ধরে রাখতে না পারলে আমরা আবার পিছিয়ে যাব।

 শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস্ অধিদপ্তরের (ডিপিডিটি) উদ্যোগে আয়োজিত বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে ‘Women and IP: Acceleration innovation and creativity’ শীর্ষক সেমিনার এবং সাম্প্রতিক সময়ে নিবন্ধনকৃত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সনদ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। আজ রাজধানীর একটি হোটেলে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। ডিপিডিটি’র মহাপরিচালক খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড) এর চেয়ারপার্সন নিহাদ কবির।

 উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত ১৭টি পণ্যকে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (জিআই) হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তার মধ্যে ১০টির সনদ পূর্বেই প্রদান করা হয়েছে। আজকে ৭টি ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের আবেদনকারীদের নিকট সনদ প্রদান করা হয়। রাজশাহী-চাপাইনবাবগঞ্জের ফজলি আম এর যৌথভাবে সনদ গ্রহণ করে ফল গবেষণা কেন্দ্র বিনোদপুর, রাজশাহী এবং চাপাইনবাবগঞ্জ কৃষি এসোসিয়েশন। এছাড়া, বাংলাদেশের শীতল পাটি এর সনদ গ্রহণ করে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক), বগুড়ার দই এর সনদ গ্রহণ করে বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি, বগুড়া, শেরপুরের তুলশীমালা ধান এর সনদ গ্রহণ করে শেরপুর জেলা প্রশাসক, চাপাইনবাবগঞ্জের ল্যাংড়া আম এবং আশ্বিনা আম এর সনদ গ্রহণ করে চাপাইনবাবগঞ্জের আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র; নাটোরের কাঁচাগোল্লা এর সনদ গ্রহণ করে নাটোরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক।

 অনুষ্ঠানে ‘A production process for totally biodegradable biopolymer from jute’ শীর্ষক উদ্ভাবনের জন্য বিজ্ঞানী ড. মোবারক আহমদ খান-কে পেটেন্ট সনদ প্রদান করা হয়।

#

মাহমুদুল/এনায়েত/জয়নুল/২০২৩/১৯৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                             নম্বর : ৭৪১

**পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান**

ঢাকা, ১৬ ভাদ্র (৩১ আগস্ট) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আজ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের তিনজন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ে শুদ্ধাচার চর্চা ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের সচিব ডক্টর ফারহিনা আহমেদ প্রধান অতিথি হিসাবে শুদ্ধাচার পুরস্কারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্মচারীদের হাতে এক মাসের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ, সার্টিফিকেট ও একটি ক্রেস্ট তুলে দেন।

মন্ত্রণালয়ের ২য় গ্রেড হতে ৯ম গ্রেড পর্যন্ত কর্মকর্তাদের মধ্য হতে পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছেন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব শামিমা বেগম, ১০ম গ্রেড থেকে ১৬তম গ্রেডের মধ্যে পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়েছেন ব্যক্তিগত কর্মকর্তা টি. এম. সালাহউদ্দীন এবং ১৭তম থেকে ২০তম গ্রেডের মধ্যে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছেন অফিস সহায়ক নন্দন বড়ুয়া। সভায় মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন, অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ) মোঃ মিজানুর রহমান এনডিসি এবং অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ফাহমিদা খানম সহ মন্ত্রণালয়ের উর্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রণালয়ের সচিব ডক্টর ফারহিনা আহমেদ বলেন, একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়তে আমাদের সবাইকে নিবেদিত হয়ে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, জনগণের সুন্দরভাবে বাঁচার জন্য বায়ুদূষণ, পানিদূষণ-সহ সকল প্রকার পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে যুগোপযোগী উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন করতে হবে। সরকারি কর্মচারিদের নিজ নিজ দায়বদ্ধতা থেকে সর্বোচ্চ গুরুত্বসহকারে এবং গুনগতমান নিশ্চিতপূর্বক প্রতিযোগিতার সাথে কাজ করতে হবে।

#

দীপংকর/এনায়েত/শামীম/২০২৩/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৭৪০

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৬ ভাদ্র (৩১ আগস্ট) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৮ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১ দশমিক ৪৬ শতাংশ। এ সময় ১ হাজার ২৩৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৭৬ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১২ হাজার ৮৫৬ জন।

#

সুলতানা/এনায়েত/আব্বাস/২০২৩/১৭২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৩৯

**যুক্তরাজ্যের গণমাধ্যম বিষয়ক মন্ত্রী স্যার জন হুইটিংডেলের সাথে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বৈঠক**

লন্ডন, ৩১ আগস্ট :

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব ও অপপ্রচার প্রতিরোধসহ গণমাধ্যম বিষয়ক সহযোগিতা বৃদ্ধি নিয়ে যুক্তরাজ্যের মিনিস্টার অব স্টেট ফর মিডিয়া, ট্যুরিজম এন্ড ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রিজ স্যার জন হুইটিংডেলের (Sir John Whittingdale) সাথে বৈঠক করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

লন্ডনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংসদ সদস্যদের নিয়ে বৃহস্পতিবার শুরু হওয়া দু’দিনের পার্লামেন্টারি সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স ফোরাম (পিএসআইএফ) সম্মেলনে যোগদানরত তথ্যমন্ত্রী স্থানীয় সময় বুধবার দুপুরে গণমাধ্যম বিষয়ক মন্ত্রী জন হুইটিংডেলের দপ্তরে এ বৈঠকে মিলিত হন।

বৈঠকে জন হুইটিংডেল সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে গুজব ছড়ানো ও অপপ্রচার মোকাবিলায় যুক্তরাজ্যের কর্মপদ্ধতি তুলে ধরেন। তিনি জানান, যুক্তরাজ্য পার্লামেন্টে গত মে মাসে একটা আইন পাস হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ার সার্ভিস প্রোভাইডারদেরকে সে দেশে নিবন্ধিত হতে হবে।

তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহ্‌মুদ এ সময় বাংলাদেশের প্রেক্ষিত তুলে ধরেন এবং জানান যে বাংলাদেশে এখনো এ আইন না থাকলেও সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মগুলোকে নিবন্ধিত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। কিন্তু নিবন্ধন করার জন্য বারবার আহ্বান জানানো সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত তারা নিবন্ধন করেনি, যা সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে ফেক নিউজ এবং গুজব ছড়ানো প্রতিহত করার ক্ষেত্রে একটি বড় অন্তরায়।

মন্ত্রীদ্বয় এ সময় বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে গণমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি, নিউ মিডিয়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলাসহ দু'দেশের বহুমাত্রিক সম্পর্ক আরো এগিয়ে নেওয়ার বিষয়ে আলোচনা করেন।

এ দিন বিকেলে মন্ত্রী লন্ডনের কার্লটন ক্লাবে ‘কনজারভেটিভ ফ্রেন্ডস অব ইন্ডিয়া’র প্রধান পৃষ্ঠপোষাক লর্ড রামি রেঞ্জারের (Lord Rami Ranger) সাথে এক বৈঠকে বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন। যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম উভয় বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

#

আকরাম/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/রবি/কলি/মাসুম/২০২৩/১৫৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর :৭৩৮

**প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নেতিবাচক নাম পরিবর্তন শুরু**

ঢাকা, ১৬ ভাদ্র (৩১ আগস্ট):

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করেছে। ৩০ আগস্ট ২০২৩ মন্ত্রণালয়ের সচিব ফরিদ আহাম্মদের সভাপতিত্বে এ সংক্রান্ত সভায় এ পরিবর্তন আনা হয়।

সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জের ‘জিন্নাহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে’র নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করা হয়েছে ‘রূপাবলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়’। মৌলভীবাজারের সদর উপজেলার ‘বাজার মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে’র নামকরণ করা হয়েছে ‘মৌলভীবাজার মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়’ এবং নেত্রকোনার পূর্বধলার ‘চোরের ভিটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয়েছে ‘আলোর ভূবন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়’।

চলতি বছরের ১৯ জানুয়ারি মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত ‘সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নামকরণ ও বিদ্যমান নাম পরিবর্তন নীতিমালা-২০২৩ অনুযায়ী নামকরণ সংক্রান্ত এ পরিবর্তন আনা হয়।

এ প্রসঙ্গে  প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব ফরিদ আহাম্মদ জানান, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের অনেকগুলোর নাম শ্রুতিকটু ও নেতিবাচক ভাবার্থ সম্বলিত যা শিশুর রুচি, মনন, বোধ ও পরিশীলিতভাবে বেড়ে ওঠার জন্য অন্তরায়। এ জন্য মন্ত্রণালয় এসব বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে সুন্দর, রুচিশীল, শ্রুতিমধুর এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ স্থানীয় ইতিহাস, সংস্কৃতির সাথে মানানসই নামকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং পর্যায়ক্রমে দেশব্যাপী এরকম নেতিবাচক ভাবার্থ সম্বলিত নাম পরিবর্তন করা হবে। তিনি এ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

#

মাহবুবুর/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/রবি/কামাল/২০২৩/১৫৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭৩৭

**বাংলাদেশ** **উজবেকিস্তানের অন্যতম কৌশলগত অংশীদার**

 **- উজবেকিস্তানের রাষ্ট্রপতি**

তাসখন্দ (উজবেকিস্তান), ৩১ আগস্ট :

 উজবেকিস্তানে নবনিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম গতকাল রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সে দেশের রাষ্ট্রপতি শাভকত মিরোমনোভিচ মিরযিইয়োইয়েভ এর নিকট পরিচয়পত্র পেশ করেন।

 রাষ্ট্রদূতের সাথে আলাপকালে উজবেকিস্তানের রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়া ও মুসলিম বিশ্বের মধ্যে দ্রুত অগ্রসরমান দেশ হিসেবে উল্লেখ করে বাংলাদেশকে উজবেকিস্তানের অন্যতম কৌশলগত অংশীদার হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাঁর ব্যক্তিগত শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন পৌঁছে দিতে অনুরোধ করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রণীত ‘রুপকল্প-২০৪১’ এর প্রশংসা করেন এবং বাংলাদেশের সাথে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির উপর জোর গুরুত্ব আরোপ করেন। রাষ্ট্রপতি তৈরি পোশাক, ওষুধ শিল্প, কৃষি ও পর্যটন খাতে বাংলাদেশের সাথে উজবেকিস্তানের বানিজ্যিক সম্পর্ক সম্প্রসারণের পাশাপাশি বিনিয়োগ ক্ষেত্রে যৌথ প্রকল্প গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করেন। তিনি যোগ করেন যে, এখন সময় এসেছে দু’দেশের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের সফর আয়োজন করার।

 রাষ্ট্রদূত ড. ইসলাম বাংলাদেশের সাফল্য ও অর্জনের কথা তুলে ধরে দু’দেশের মধ্যে বিরাজমান ভাতৃপ্রতিম সম্পর্কের সকল ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ব্যবসায়িক, শিক্ষা, সংস্কৃতি, পর্যটন ক্ষেত্রে যে অফুরান সুযোগ রয়েছে তা আরো অর্থবহ করতে কার্যকরী ভূমিকা রাখবেন বলে আশাবাদ প্রকাশ করেন। তিনি দু’দেশের জনগনের মধ্যোকার বন্ধুত্ব ও বোঝাপড়াকে আরো গভীর ও শক্তিশালী করার বিষয়েও দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

#

মেহেদী/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/রবি/কলি/মাসুম/২০২৩/১৪২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                              নম্বর : ৭৩৬

**সরকারি অনুদানে পূর্ণদৈর্ঘ্য ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য প্রস্তাব আহ্বান**

ঢাকা, ১৬ ভাদ্র (৩১ আগস্ট) :

২০২৩-২৪ অর্থবছরের সরকারি অনুদানে পূর্ণদৈর্ঘ্য ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করেছে সরকার। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই আহ্বান জানিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, চলচ্চিত্র শিল্পে মেধা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা এবং বাংলাদেশের আবহমান সংস্কৃতি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং মানবীয় মূল্যবোধসম্পন্ন জীবনমুখী, রুচিশীল ও শিল্পমানসমৃদ্ধ পূর্ণদৈর্ঘ্য ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সরকারি অনুদান প্রদানের উদ্দেশ্যে কাহিনী ও চিত্রনাট্য বাছাইয়ের জন্য প্রযোজক, পরিচালক, প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান, চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বগণের নিকট থেকে পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ প্রস্তাব আহ্বান করা যাচ্ছে। প্রস্তাব জমাদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্তাবলি অনুসরণ করতে হবে :

শর্তাবলি :

* শুধু বাংলাদেশের নাগরিকগণ অনুদান প্রাপ্তির জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন। অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের সকল শিল্পী, কলাকুশলীকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। তবে বিশেষ ভূমিকায় অংশগ্রহণের জন্য যদি কোনো বিদেশি শিল্পী, কলাকুশলীর প্রয়োজন হয় তাহলে মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে উক্ত শিল্পী, কলাকুশলী চলচ্চিত্রে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
* অনুদানপ্রাপ্ত পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের নির্মাণ অনুদানের প্রথম চেক প্রাপ্তির ৯ (নয়) মাসের মধ্যে এবং স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের নির্মাণ অনুদানের প্রথম চেক প্রাপ্তির ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে।
* নির্মাণাধীন, সমাপ্ত বা মুক্তিপ্রাপ্ত কোনো চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য অনুদানের জন্য বিবেচিত হবে না।
* অনুদানে নির্মিত, নির্মিতব্য চলচ্চিত্র মৌলিক নয় বলে প্রমাণিত হলে এবং চুক্তিনামার শর্তাবলি বরখেলাপ করলে প্রযোজক অনুদান হিসেবে গৃহীত সমুদয় অর্থ ও সেবার মূল্য রাষ্ট্রীয় কোষাগারে প্রচলিত হারে সুদসহ ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন মর্মে ৩০০/-(তিনশত) টাকার নন-জ্যুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারপত্র (মূলকপিসহ ১১ সেট ফটোকপি) আবেদনপত্রের সঙ্গে দিতে হবে। শর্ত খেলাপকারী সংশ্লিষ্ট প্রযোজকের বিরুদ্ধে সরকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।
* প্রতি অর্থবছরে প্রাপ্ত বরাদ্দের আলোকে ১০ (দশ)টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ও ১০ (দশ)টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রকে অনুদান প্রদান করা হবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে সরকার পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারবে। উপযুক্ত প্রস্তাব না পাওয়া গেলে অনুদান প্রদান বন্ধ অথবা অনুদানের সংখ্যা কমানো যাবে।
* অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে সাহিত্য নির্ভর গল্প ও চিত্রনাট্যকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। অনুদানের অর্থ নির্বাচিত চলচ্চিত্রের প্রযোজককে প্রদান করা হবে।
* অনুদান প্রাপ্তির জন্য নির্বাচিত এবং অনুমোদিত পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের প্রযোজককে ‘পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদান নীতিমালা ২০২০ (সংশোধিত)’ এবং স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের প্রযোজককে ‘স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদান নীতিমালা ২০২০ (সংশোধিত)’ এর আওতায় অনুদান প্রদান করা হবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অনুদান কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। তবে অনুদান প্রদান কার্যক্রম চলাকালীন বর্ণিত নীতিমালা দু’টি সংশোধন করা হলে উক্ত সংশোধিত নীতিমালা অনুযায়ী অনুদান প্রদান করা হবে।

-২-

* সরকারি অনুদান প্রদান সংক্রান্ত বর্ণিত নীতিমালা ২টি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট (www.moi.gov.bd) এ প্রদর্শিত আছে; যা আবেদনকারীগণ দেখতে পারেন। কোনো বিষয়ে অস্পষ্টতা থাকলে মন্ত্রণালয়ের চলচ্চিত্র-২ শাখায় যোগাযোগ করা যেতে পারে।
* পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদান প্রাপ্তির লক্ষ্যে গল্প, চিত্রনাট্য ও চলচ্চিত্র নির্মাণের সার্বিক পরিকল্পনাসহ পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ প্রস্তাবের ১টি মূল কপিসহ ১১ (এগারো) সেট ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদানের জন্য ১টি মূল কপিসহ ৯ (নয়) সেট করে জমা দিতে হবে। প্রস্তাবের সাথে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি/কাগজপত্রাদি দাখিল/উল্লেখ করতে হবে:

(ক) প্রস্তাবিত গল্প ও চিত্রনাট্য মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক, শিশুতোষ, সাধারণ শাখা না-কি প্রামাণ্যচিত্র তা আবেদনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে;

(খ) দেশি গল্প/কাহিনীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট লেখক, সংস্থা, প্রকাশকের লিখিত সম্মতি/অনুমতি নিতে হবে। বিদেশি গল্প বা কাহিনীর ক্ষেত্রে কপিরাইট আইন এর আওতায় সংশ্লিষ্ট লেখক, সংস্থা, প্রকাশকের অনুমতি নিতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র দাখিল করতে হবে;

(গ) প্রযোজকের নাম, মোবাইল নম্বরসহ জীবন-বৃত্তান্ত (পিতা-মাতার নাম, স্থায়ী ঠিকানা, বর্তমান ঠিকানা ও ই-মেইলসহ) সুষ্পষ্টভাবে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। বর্তমান ঠিকানা পরিবর্তন হলে তা তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে হবে;

(ঘ) প্রযোজকের আর্থিক সক্ষমতা সংক্রান্ত ব্যাংক প্রত্যয়নপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র, টিআইএন প্রত্যয়নপত্র এবং চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনের প্রত্যয়নপত্র (যদি থাকে) দাখিল করতে হবে;

(ঙ) কাহিনী ও চিত্রনাট্যকারের স্পষ্টাক্ষরে পূর্ণ নাম এবং পরিচালকের স্পষ্টাক্ষরে পূর্ণ নাম, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রশিক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতার বর্ণনা সম্বলিত জীবন-বৃত্তান্ত, মোবাইল নম্বর, টেলিফোন নম্বর, অবশ্যই প্রস্তাবের সাথে দাখিল করতে হবে;

(চ) পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ প্রস্তাবের সাথে চলচ্চিত্রের প্রস্তাবিত শিল্পী ও কলাকুশলীদের নাম, ঠিকানা, তাদের শিক্ষাগতযোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতার বর্ণনা, নির্মাণ সংস্থার কারিগরি, আর্থিক ও অবকাঠামোগত সক্ষমতার বিবরণ, আউটডোর শুটিং স্পটের বিবরণ, পরিচালক নির্মিত একটি চলচ্চিত্রের নমুনা ও প্রস্তাবিত চলচ্চিত্রের যথার্থ বাজেট বিভাজনসহ নির্মাণ সমাপ্তির শেষ তারিখ উল্লেখ করে দাখিল করতে হবে;

(ছ) প্রস্তাবিত চলচ্চিত্রের কাহিনী সংক্ষেপ দাখিল করতে হবে; এবং

(জ) পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের প্রক্ষেপণ সময় (স্থিতি) ২ ঘন্টা এবং স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের প্রক্ষেপণ সময় (স্থিতি) ৩০ মিনিট পর্যন্ত হতে হবে। তবে সরকার এ সময় হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারবে।

-৩-

* অনুদানপ্রাপ্ত পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ শেষে সেন্সর সনদ প্রাপ্তি সাপেক্ষে দেশের কমপক্ষে ২০টি সিনেমাহলে মুক্তি দিতে হবে। অনুদানে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলো বাংলাদেশ টেলিভিশনের চাহিদা মতে প্রদর্শণের লক্ষ্যে প্রযোজক সরবরাহ করবেন।
* কোনো প্রযোজক পর পর ২ (দুই) বছর অনুদান পাওয়ার যোগ্য হবেন না। তবে একই প্রযোজক ২য় বার অনুদান পাওয়ার পর ৪ (চার) বৎসর অতিক্রান্ত হলে পুনরায় অনুদানের জন্য আবেদনের যোগ্য হবেন। একজন প্রযোজক সর্বোচ্চ তিন বারের বেশি অনুদান পাবেন না।
* অনুদানপ্রাপ্ত পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ শেষে সিনেমা হলে মুক্তি ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ শেষে সেন্সর সনদ গ্রহণ ব্যতীত কোনো প্রযোজক পুনরায় আবেদন করার যোগ্য হবেন না।
* পূর্ণদৈর্ঘ্য ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য অনুদান প্রাপ্তির লক্ষ্যে গল্প, চিত্রনাট্য এবং চলচ্চিত্র নির্মাণের সার্বিক পরিকল্পনাসহ পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ প্রস্তাব আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর বিকাল ৪ টার মধ্যে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের চলচ্চিত্র-২ শাখায় পৌঁছাতে হবে। উক্ত তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব বা আবেদন গ্রহণ করা হবে না।
* পূর্ণদৈর্ঘ্য ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য পৃথক পৃথক প্রস্তাব দাখিল করতে হবে।
* অনুদান প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হবে এবং অনুদান প্রদানের পরও সরকার যে কোনো যুক্তিসংগত শর্তারোপ করতে পারবে।

#

সাইফুল/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/রবি/মাহমুদা/মাসুম/২০২৩/১৩৩০ ঘণ্টা